অল্পে খুশী

দিলরুবা শাহানা

মেয়েটার অদ্ভুত প্রশ্নে মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়ে মিনু ।একদিন মিনুর মেয়ে আনন্দী জানতে চাইলো,
-আচ্ছা বলতো মা, কে তোমাদের মাঝে বাঁদর ছিল?
বিরক্তি নিয়ে উত্তর দিল মিনু,
-কেউ না, আমরা সবাই লক্ষী ছিলাম।
মায়ের দিকে একটু সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে আবার জানতে চায়,
-পূর্বপুরুষ মানে কি মা ?
মেয়ে যাতে বুঝতে পারে তেমন উত্তর ভেবে বের করে সে বলে,
-যেমন আমার পূর্বপুরুষ আমার মা, আমার নানু, তারও আগে ছিল নানুর মা।
এবার ওকে অবাক করে দিয়ে মেয়ে জিজ্ঞেস করে,
-এদের মাঝে কে বাঁদর ছিল, তোমার নানু নাকি তোমার নানুর মা ?
-এরা কেন বাঁদর হতে যাবে, কি আজব সব কথা!
আনন্দী এবার মাকে বোকা বানিয়ে বলে উঠলো,
-কেন মা তুমিইতো একদিন ঐ যে বইয়ের ছবি দেখানোর পর বলেছিলে যে এই ছবিতে বোঝানো হয়েছে মানুষ বাঁদর থেকে এসেছে তাদের পূর্বপূরুষ বাঁদর ছিল, তাই বলেছিলে মনে আছে মা ?
এতোক্ষণে মিনু বুঝলো তার মেয়ে কেন উদ্ভট সব কথা জানতে চাইছে বা আজব সব প্রশ্ন করছে । সে রাগলোনা তবে হাসলো প্রাণখুলে।
-শোন লক্ষীসোনা, আমি নিজে যদি জানতাম কোন বাঁদর আমার পূর্ব পুরুষ ছিল তার ছবি টাঙ্গিয়ে রাখতাম বুঝলে। যাইহোক বিষয়টা সোজা নয়। পরে তোমাকে বুঝিয়ে বলবো, আর বোঝার জন্য তোমাকেও বড় হতে হবে, বুদ্ধিমতী হতে হবে।

মিনুর রাগ হলো ডারউইনের উপরে । মানুষ বাঁদর থেকে বিবর্তনের মাঝ দিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছে এইকথা বলেই উনি অনেক হাততালি পেলেন। আরে মাথায় যদি মগজ অনেক ছিল তবে তা মানুষের কি করে উপকার হয় সে কাজে লাগালে পারতো । আর কিছু না হউক আবার কি করে মানুষকে বাঁদর বানানো যায় সে চেষ্টা করলে পারতো বুড়ো ডারউইন। বৈজ্ঞানিকের মতো বুদ্ধি মিনুর নেই। তার স্বল্প বুদ্ধিতে মনে হল বাঁদরের দুঃখকষ্ট কম, তাদের ঘরবাড়ী বানাতে হয়না, কাপড়চোপড় কেনার ঝামেলা নেই। খুব সহজসরল জীবন। সবচেয়ে সুখের বিষয় বাঁদর হয়ে যেতে পারলে মানুষ নামের প্রাণীর মাঝে আরো চাই, আরো চাই যে লোভ তা থেকে রেহাই পেত তখন। মেয়ের ডাকে ভাবনার ভুবন থেকে বাস্তবে ফিরে আসে মিনু।
-চলো মা স্কুলের সময় হয়েছে, জান মা আজ কিন্তু অংক ক্লাসটেষ্টের রেজাল্ট দেবে।
-ঠিক আছে, ।

মেয়েকে স্কুলে দিয়ে এসে ঘরের কাজ গুছাতে না গুছাতে আনার সময় হয়ে যায় ।

আনার সময়ে যে ব্যাপারটি মিনুর খুব বিরক্তি লাগে তা হল স্কুল থেকে বের হয়েই সামনে পড়ে এক রকমারী জিনিসের দোকান। দোকানে কেক, চকলেট, বিস্কুটের পাশাপাশি নানারকমের ফালতু প্লাষ্টিকের খেলনা ভর্তি করে রেখেছে। বাচ্চারা স্কুল শেষে সোজা ঐ দোকানে ঢুকে খাবার যাই কিনে না কিনে তাতে কিছু যায় আসেনা তবে খেলনা একখানা হাতে নেওয়া চাই। এমনও হয়েছে একই খেলনা দুইবার কিনে এনেছে। খেলনার মান এতো বাজে কাউকে দেওয়াও যায়না। মিনু মেয়েকে বুঝিয়ে বদঅভ্যাসটা ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। খেলনা কিনছে তাতে মিনু বিরক্ত হচ্ছে যে তা নয়। ওর আপত্তি একই জিনিস বার বার কিনে ফেলে রাখায়। তাছাড়া পৃথিবীতে অনেক বাচ্চা আছে যারা কোনদিন একটাও খেলনা কিনতে পারেনা। আবার কিছু বাচ্চা আছে যার এতো খেলনা, যে তা রাখার জন্য আলাদা ঘর দরকার হয়] তবুও ঐ বাচ্চার খেলনার খাই মেটেনা। মিনু চায়না তার বাচ্চা আরও চাই, আরও চাই মনোভাব নিয়ে বড় হউক। অল্পে খুশী হউক, সামান্য জিনিস থেকে আনন্দ পেতে শিখুক, তাহলে ওকে না পাওয়ার গ্লানিতে ভুগতে হবেনা কখনো। আরো একটা কারনে মিনুর আন্তরিক ইচ্ছা তার সন্তান যেন নির্লোভ মানুষ হয়, রাজা হওয়ার দরকার নাই তার কারন 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি'। কোথায় যেন পড়েছিল, সম্ভবত কথাটা মহাত্মা গান্ধীর 'The world has enough to meet everybody's need, the world has nothing to meet anybody's greed'। মানুষের লোভ যদি কম হতো পৃথিবীতে দুঃখকষ্ট, মারামরি হানাহানি কমে যেতো বা থাকতোই না হয়তো। মিনু প্রায় তার মেয়েকে বলে অল্পে খুশী হও, অল্পে সন্তুষ্ট হও। তার মেয়ে এখনো ছোট তবু মিনুর আশা একদিন হয়তো সে বুঝবে।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে বাচ্চাদের কলকাকলি কানে পৌঁছালো। তাকিয়ে দেখে ওর মেয়ে গেট পার হয়ে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছে। ব্যথাট্যথা পায়নিতো, ভাবলো মিনু। কাছে আসার পর বললো
-কি হয়েছে লক্ষীসোনা? ক্ষিধে পেয়েছে? চল, কিছু কিনে দেই খাবে
-না কিছু লাগবেনা।

মিনু অবাক হল মেয়ের নির্লিপ্ত ভাব দেখে। কোন কথা না বলে হাতের কাগজটা তুলে দিল মায়ের হাতে। কাগজটা হল সাপ্তাহিক অংক পরীক্ষার পাতা। ভাজ করা পাতা খুলে দেখে গত পরীক্ষার চেয়ে তিন নম্বর কম পেয়েছে। অংক ভুল করেনি তবে হাতের হিজিবিজি লেখার কারণে নম্বরটা কমেছে। শিক্ষিকার মন্তব্য হাতের লেখা পরিষ্কার করতে হবে। আর কিছু নয়।
-আচ্ছা, কতবার বলেছি সাদা কাগজে লেখার সময়ে প্রতি লাইনের পর এক পেন্সিল আর প্রতি শব্দের পর এক পেন্সিল জায়গা ছেড়ে লিখতে। বাজে লেখাও বুঝতে অসুবিধা হয়না তখন। পুরো পাতা খালি রেখে এক কোনায় ঠাসাঠাসি করে কে লিখতে বলেছে তোকে। অকারণে তিনটা নম্বর কম পেয়েছিস।
-থাক কিছু হবেনা, আমি অল্পে খুশী থাকতে চাই।
মেয়ের উত্তর শুনে মিনুর মুখে আর কথা জোগালনা। তবে অল্পে খুশী থাকার মানে বোঝাতে আরো অনেক প্রয়াস দরকার তা মিনু বুঝে গেল।